দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

৩৮

জুলাই মাস থেকে শুরু হচ্ছে বরিশাল মডেল স্কুলের কার্যক্রম

॥ বরিশাল অফিস ॥

২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে বরিশাল মডেল স্কুলের কার্যক্রম শুরুর কথা থাকলেও ভবন, আসবাবপত্র ও শিক্ষক থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৯৯ সালে 'ঢাকা শহরসহ সারাদেশে ১১টি মডেল বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্প হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে নগরীর বেলসপার্ক সংলগ্ন মহিলা ক্লাবের পিছনের পুকুর ভরাট করে ৩ একর জমির উপর মডেল বিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হয়। ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাম্পাসে নির্মাণ করা হয়েছে ৫তলা বিশিষ্ট একাডেমীক ভবন ও অধ্যক্ষের বাসভবন। প্রথমে ৪তলা একাডেমীক ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও পরে আরো একতলা নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়। একাডেমীক ভবনে থাকবে ১৫/২০টি শ্রেণী কক্ষ, মেডিক্যাল সেন্টার, টেলিফোন বুথ লবি, অনুসন্ধান কক্ষ, জেনারেল কক্ষ, বোটানি ল্যাব, ব্যয়ামাগার, জিওলোজি ল্যাব, ডেমোনেস্ট্রেটর কক্ষ ও কম্পিউটার ল্যাব। ভবনের কাজ শেষ হলেও এখন পর্যন্ত ভিতরের প্লাস্টার, মোজাইক ও আসবাবপত্রের কাজ শেষ হয়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জানায়, ২০০৭ সালের মে মাসে স্কুলের সার্বিক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ফলে এ বছর থেকে সেশন শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে শিক্ষক থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য গত দু'বছর পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। নিয়োগ প্রক্রিয়াও এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করতে পারবে। প্রতিটি ক্লাসে ৩টি করে শাখা থাকবে। ১২০০/১৫০০ ছাত্র-ছাত্রী এক সাথে লেখাপড়া করতে পারবে। তবে কো আবাসিক ব্যবস্থা থাকছে না। মাসিক বেতন ষষ্ঠ-দশম শ্রে পর্যন্ত ৪শ' টাকা এবং এইচএসসি'র বেতন ৫শ' টাকা।

প্রতিবছর শ্রেণী কক্ষের ধারণক্ষমতা অনুযা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে। তবে ষ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া প্রতিবছর চললে এইচএসসি ভর্তি প্রক্রিয়া প্রতিবছর নাও হতে পারে বলে স জানায়। ১৯৯৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রজেক্টের মেয়াদ এ ব ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন সরকার বহন করবে না। প্রজেক্টে উল্লে রয়েছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকার মেয়াদ বৃদ্ধি করা পারে অথবা বৃদ্ধি না হলে স্কুলের আয় থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলতে হবে। এখানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষকদের মর্যাদা পাবে। এ প্রজেক্টের অধীনে বরিশালসহ খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া এবং ঢাকার মোহাম্মদপুর, লালবাগ, শ্যামপুর ও মীরপুরসহ ১১টি স্থানে এ মডেল স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মডেল স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকার মোহাম্মদপুরে। এ ব্যাপারে প্রজেক্ট পরিচালক সরোয়ার খান ২৯ ডিসেম্বর জানান, ৪/৫টি স্থানের মডেল স্কুলের কাজ সম্পন্ন করতে আরো ২/৩ মাস সময় লাগবে। ২০০৭ সালের জুলাই সেশনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও তা ফাইনাল করা হয়নি। প্রজেক্টের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন আগামী জুন মাস পর্যন্ত প্রজেক্টের মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে। এরপর স্বস্ব স্কুল তাদের আয় থেকে চলবে।

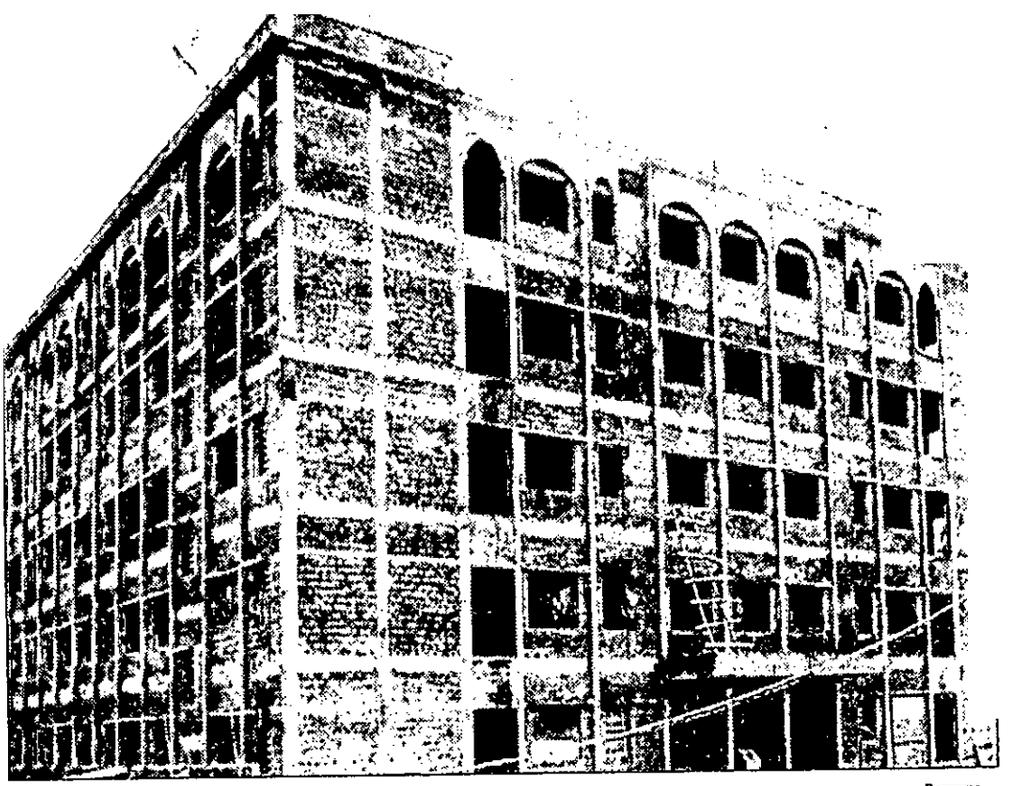

বরিশাল : বেলস পার্ক সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত মডেল স্কুল -ইত্তেফাক